কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় নির্মিত প্রসেসিং সেন্টার ব্যবহার ও পরিচালনা নির্দেশিকা

০১। ভূমিকাঃ

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। এদেশে প্রচুর পরিমাণে কৃষিপণ্য উৎপন্ন হয়। এর মধ্যে শাকসবজি ফলমূল জাতীয় পঁচনশীল কৃষিপণ্য অন্যতম। এছাড়াও মাছ, ডেইরী ও পোলট্রি ইত্যাদি জাতীয় পণ্যও উৎপন্ন হয়। কৃষক পর্যায় থেকে শুরু করে বিপণনের বিভিন্ন পর্যায়ে সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ সুবিধার অভাবে পঁচনশীল কৃষিপণ্যের একটি বড় অংশ নষ্ট হয় অথবা পণ্যের গুণাগুন নষ্ট হয়। বিভিন্ন প্রতিবেদনের তথ্য মোতাবেক পঁচনশীল কৃষিপণ্যের শতকরা ৩০ – ৪০ ভাগ উৎপাদন পরবর্তী সময়ে সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ সুবিধার অভাবে নষ্ট হয় যা আর্থিক বিবেচনায় অত্যন্ত ব্যাপক। তাছাড়া উৎপাদিত ফল ও সবজির মাত্র শতকরা ১ ভাগ বিভিন্ন শিল্প কারখানায় প্রক্রিয়াজাত করা হয়ে থাকে। জনগণের পুষ্টি সমস্যার সমধান এবং শাক সবজি ও ফল মূলের অপচয় রোধ কল্পে প্রকিয়াজাতকরণের বিকল্প নেই।

কৃষিপণ্যের আধুনিক বিপণন ব্যবস্থা প্রচলনের লক্ষ্যে অত্র অধিদপ্তর বাজার অবকাঠামো নির্মাণ এবং পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থায় সহায়তা প্রদান করে আসছে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কৃষক ও ব্যবসায়ীদের কৃষিপণ্যের গ্রেডিং, ক্লিনিং, সর্টিং, প্যাকেজিং, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মূল্য সংযোজন কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে ।

শাক সবজি ও ফলমূলের কর্তনোত্তর ক্ষতি হ্রাসকল্পে গৃহ পর্যায়ে প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংরক্ষণ ব্যবস্হা উন্নয়নের মাধ্যমে মূল্য সংযোজন করাসহ কৃষক, ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী ও রপ্তানীকারকদের মধ্যে একটি টেকসই বিপণন যোগসূত্র (Market linkage) স্হাপনের লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ১২টি অফিস কাম প্রক্রিয়াজাত কেন্দ্র ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ সম্পন্ন করেছে। এ সকল প্রক্রিয়াজাতকেন্দ্র সমূহের বিদ্যমান সুবিধাবলীর পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এর ব্যবহার ও পরিচালনা বিষয়ে গাইডলাইন হিসেবে এ নির্দেশিকাটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নির্দেশিকাটি কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতে প্রকল্প/কর্মসূচীর অধীনে নির্মিতব্য সকল প্রক্রিয়াজাতকেন্দ্র ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সমূহের পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে।

২। নীতিমালার উদ্দেশ্য ও পরিধিঃ

প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত এই প্রসেসিং সেন্টারটি ব্যবহৃত না হলে ব্যয়বহুল এই সেন্টার স্থাপনের লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্য অর্জিত হবে না। অপর দিকে কৃষক ও কৃষি ব্যবসায়ীগণ যুগোপযোগী উপায়ে কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ সুবিধা হতে বঞ্চিত হবে। কিন্তু এ সেন্টার ব্যবহার বিষয়ে আলাদা কোন নীতিমালা বা সরকারী নির্দেশনা না থাকায় উহার যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা দুষ্কর। অধিকন্তু অকেজো অবস্থায় পড়ে থাকলে সেন্টারের মূল্যবান যন্ত্রপাতি ধীরে ধীরে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়বে। এ বিষয়ে সুনির্দ্দিষ্ট সরকারী নির্দেশনা না পাওয়া পর্যাপ্ত সেন্টারের যন্ত্রপাতি সচল রাখা ও সেটি স্থাপনের উদ্দেশ্য সফল করার লক্ষ্যে সম্পূর্ণ সরল ও সৎ বিশ্বাসের বশঃবর্তী হয়ে অধিদপ্তর এই নির্দেশনা তৈরী করছে। এ সংক্রান্ত আলাদা সরকারী নীতিমালা পাওয়া গেলে এই নির্দেশনা অকার্যকর বলে পরিগণিত হবে।

০৩। কতিপয় সংজ্ঞাঃ

ক) অধিদপ্তরঃ এই নির্দেশিকায় বর্ণিত অধিদপ্তর বুঝাতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কৃষি বিপণন অধিদপ্তরকে বুঝাবে;

খ) জেলা কর্মকর্তাঃ জেলা কর্মকর্তা বুঝাতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের জেলা মার্কেটিং অফিসে নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বুঝাবে;

গ) প্রক্রিয়াজাত কেন্দ্রঃ এই নির্দেশিকায় বর্ণিত প্রক্রিয়াজাত কেন্দ্র বলতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত ভবনে স্থাপিত কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রপাতিসমৃদ্ধ কক্ষকে বুঝাবে;

ঘ) কৃষক দলঃ এই নির্দেশিকায় বর্ণিত কৃষক দল বলতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক গঠিত কৃষকদল, উদ্যোক্তা এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারী কৃষি ব্যবসায়ী সমন্বয়ে গঠিত দলের সদস্যকে বুঝাবে;

০৪। প্রক্রিয়াজাতকেন্দ্র স্থাপনের উদ্দেশ্যঃ

- উৎপাদিত শাকসবজি ও ফলমূলের প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে পণ্যের মূল্য সংযোজন, অপচয়রোধ, গুণগত মান সংরক্ষণ।
- কৃষকের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি ও ভোক্তার কাছে সাশ্রয়ীমূল্যে পণ্য পৌঁছে দিতে কৃষক ও বিপণন চ্যানেলের বিভিন্ন পর্যায়ে আধুনিক ভৌত বিপণন সেবা সহজলভ্য করা।
- প্রক্রিয়াজাতকেন্দ্রসমূহের দক্ষ, কার্যকর, ব্যয় সাশ্রয়ী ও সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।
- প্রক্রিয়াজাতকেন্দ্রসমূহের দীর্ঘ স্থায়ী ব্যবহার উপযোগীতা সৃষ্টি ও সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কৃষক ও কৃষি বান্ধব বিপণন ব্যবস্থা সৃষ্টি করা।
- কৃষকগণ কৃষিপণ্যের মানসম্মত ও যুগোপযোগী প্রক্রিয়াজাতকরণ কৌশল রপ্ত করে উৎপাদিত